হিজাব প্রসঙ্গঃ কিছু ধারণা ও ভ্রান্তি

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ পড়শী (সেপ্টেম্বর ২০০৩)

ফ্রান্সের মত পশ্চিমা, সেকুলার দেশে পাবলিক স্কুলে হিজাব পরিহীতা শিক্ষার্থীরা বাঁধানিষেধ ও বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। একটি অন্যতম মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তুরস্কেও সেকুলার ফান্ডামেন্টালিস্ট সরকারের হাতে হিজাব পরিহীতারা বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়ে আসছে অনেকদিন।

তার সমান্তরালে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সৌদী আরবে নারীদের একা গাড়ী চালানোর অধিকার নেই। বাইরে বের হলে সর্বাঙ্গ কোন এক রঙা চাদর বা আবরণে মুড়ে নিতে হবে এবং সাথে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মাহরাম থাকতে হবে। মুখাবরণ বা নিকাব থাকাটাই প্রচলিত। তবে দেখার সুবিধার্থে এক চোখের জন্য একটি ফুটো থাকতে পারে, অথবা দু চোখও অনাবৃত থাকতে পারে। এটা নিছক ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি অংশ নয়, বরং সৌদী আরবে এটা আইন-বেআইনের ব্যাপার। পাবলিক জীবনে নারীদের পদচারণা প্রায় নেই বললেই চলে।

ইরানেও নারীদের পোষাকাদির ব্যাপারে আইনের অনুশাসন রয়েছে। তবে সেখানে যথেষ্ঠ শিথিলতাও আছে। ইরানের অনেক সীমাবদ্ধতা, সমস্যা ও ব্যর্থতা রয়েছে, কিন্তু পাবলিক জীবনে নারীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। মহিলা আয়াতুল্লাহ থেকে পার্লামেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ পর্যন্ত নারীরা সেখানে ভূমিকা রাখছে, এবং ক্রমশ:ই নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ও নিরাপোষ ভূমিকা পালন করছে।

তালেবান আফগানিস্তানে নারী প্রসঙ্গে আইন ও শাসন এক দু:স্বপ্নের জগদ্দল পাথরে পরিণত হয়েছিলো। হিজাবের নামে নারীর মৌলিক মানবাধিকারও সেখানে বিলুপ্তির পথে ছিলো। দুনিয়ার আরও অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অথবা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নারীরা ইচ্ছা করলে হিজাব করছে, ইচ্ছা না করলে করছে না।

এ তথ্যগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য এই যে, হিজাব প্রসঙ্গে – তা তাত্বিক পর্যায়েই হোক আর প্রয়োগের ক্ষেত্রেই হোক – দুনিয়া জুড়ে বেশ বৈচিত্র রয়েছে। আর এই বৈচিত্রের সাথে আছে নানা রকমের ধারণা ও বিভ্রান্তি।

প্রথমত: হিজাব বলতে অনেকেই বোঝেন, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে, চুল/মাথা ঢাকার আবরণ, বিশেষ করে স্কার্ফ। এখানেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বোরকা জাতীয় জিনিসের কোন ধর্মীয় নির্দেশনা ইসলামে নেই। ফুল-হাতা সালোয়ার-কামিজ পড়ে তার ওপর বোরকা যারা পড়েন বা পড়া প্রয়োজন মনে করেন, তা তারা করেন তাদের নিজেদের প্রবণতায় বা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রচলিত ধারার প্রভাবে। ইসলামের নির্দেশনা আসলে মার্জিত পোষাকের ব্যাপারে, যা একজন নারীর দেহকে আবৃত রাখে। এটা যথাযথভাবে শাড়ী পড়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে যেমন করা যেতে পারে, তেমনি অন্য যে কোন পোষাকের সাথে মাথায় স্কার্ফ পড়েও করা যেতে পারে। কোন বিশেষ ধরণের বা ধাঁচের পোষাক ইসলাম আবশ্যকীয় করেনি।

ইসলাম পোষাকে মার্জিত হবার ওপর গুরুত্ব দেয়। তাই আটসাট বা এমন পোষাক যা স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা করতে পারে এমন পোষাক এড়ানোর ব্যাপারে ইসলাম আমাদের নির্দেশনা দেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নারীদের সমান্তরালে পুরুষদের ব্যাপারে নূ্যনতম ও মার্জিত পোষাকের ব্যাপারেও ্‌ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে, যদিও তা খুব বিশদ নয়।

দ্বিতীয়ত: মুসলিম সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতির আলোকে হিজাবকে যদি নারীদের অন্ত:পুরে থাকা বা রাখার সমার্থক বলে অনেকে মনে করেন, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। আর এই ভ্রান্তির পেছনে অতিরক্ষণশীল আলেম-ওলামা বা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর বিশেষ অবদান রয়েছে। হজরত মোহাম্মদের যুগে নারীদের যে স্বাধীনতা এবং সামাজিক অবস্থান ছিল বা অর্জিত হয়েছিল, তা সময়ের সাথে সাথে একেবারেই পাল্টে গেছে। আমরা ভুলে গেছি যে, রাসূলের পর প্রথম মুসলিম ছিলেন একজন নারী, যিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এবং স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ ছিলেন তার একজন এমপ্লয়ী। নারীরা তাদের জীবিকা অর্জনে এবং জীবনের স্বাভাবিক আর সব প্রয়োজনে বাইরে যেতেন, ঘরে অবরুদ্ধ থাকতেন না। এমনকি যখন প্রয়োজন হয়েছে, নারীরা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছে। শুধু আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রষা আর পিপাসার্ত সৈনিকদের পানি সরবরাহ করার জন্যই নয়। বিখ্যাত ওহুদের যুদ্ধে যখন বিপর্যস্ত মুসলিম পক্ষ দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল এবং স্বয়ং রাসূল নিজেই বিপক্ষের আক্রমনকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন একজন মহিলা সৈনিক, উম্মে আম্মারা, রাসূলের জন্য আক্ষরিক অর্থেই বর্ম হয়ে দাড়ান এবং কয়েকজন আক্রমনকারী সে মহিলার হাতে নিহত অথবা আহত হন।

হযরত ওমরের খিলাফত কালে বক্তব্য রাখার সময়ে মহিলারা মসজিদেই তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তাদের নিজেদের ভাষ্য তুলে ধরতে পারতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে তার নিজের ভুল স্বীকার এবং প্রতিবাদী নারীর প্রশংসা করেছেন। তার সময়ে বাজারের ইন্সপেক্টর (পরিদর্শক) হিসেবে তিনি এক মহিলাকে নিয়োগ করেছিলেন, যিনি পরিদর্শন করতেন যে ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ঠিক মত করা হচ্ছে কি না, বা লেনদেনে বেআইনী বা নিয়ম বহির্ভূত কোন কিছু হচ্ছে কি না। [যারা এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত যারা জানতে চান, তারা ‌‌রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা‌‌ - ৩ খন্ড বই পড়তে পারেন। [প্রকাশনা: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক থট, ঢাকা, ১৯৯৫; বাংলাদেশে এই বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার সময়, দেশের অন্যতম ইসলামী রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতৃবৃন্দ এ বইটির প্রকাশনা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।]

শুধু সে যুগেই নয়, বরং রাসূলের পর কয়েক শতাব্দী ধরে হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের শিক্ষায় - শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকা হিসেবে - মুসলিম নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছেন। একাদশ, দ্বাদশ, এমনকি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও হাদীস শাস্ত্রে এমন মহিলা বিশারদ ছিলেন, যারা তাদের সমসাময়িক সময়ে এমন খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার্থী হিসেবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের দুয়ারে যেতেন। এমনকি অনেক পুরুষ ইসলামী বিশারদ তাদের নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতেন বিশেষ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিশারদের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। [বিস্তারিত জানার জন্য এ প্রবন্ধের শেষে দেয়া আমার ব্যক্তিগত হোমপেজের “Gender Issues” অংশটি দেখুন। সেই সাথে, আমার সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধ পড়ুন: ‘Women Scholars of Islam: They Must Bloom Again,’* Message International, September 2003]

সময়ের সাথে মুসলিম সমাজের এমন বিকৃতি এসেছে যে, যাদের সমান্তরাল ভূমিকা ও অবদানের মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রের বিকাশ, সেই নারীদের ইসলামের – বিশেষ করে হাদীসের নামে – তাদের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা/অবস্থান থেকে বঞ্চিত করে ঘরের কোণে অবরোধ করা মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে। আমাদের দেশে বেগম রোকেয়ার মত সাহসী ও দুরদর্শী মহিয়সী মহিলাদের ভূমিকার কারণে আমাদের সমাজে যথেষ্ঠ পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা সামগ্রিক ভাবে ইসলামী এসটাবলিশমেন্টের নেতৃত্বে বা সহযোগীতায় নয়, বরং তার নেতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও।

এসব বিকৃতি ও অতিরক্ষণশীলতার জালে আজ ইসলামই অবরুদ্ধ। কোরআনের নির্দেশনা আর রাসূলের জীবন, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের আলোকে এসব বিষয়কে নতুন করে আবার মূল্যায়ন করা সময়ের এক অপরিহার্য দাবী। ইসলাম পোষাক এবং সামাজিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা দেয়, কিন্তু এ প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক বিভ্রান্তি চিহ্নিত ও দুর হওয়া প্রয়োজন।

পোষাকের ব্যাপারে (মার্জিত পোষাক, মাথা ঢাকা, ইত্যাদি নিয়ে) ইসলামের নির্দেশনা আছে এবং মুসলিম হিসেবে এগুলো আমাদের মেনে চলা উচিৎ আখেরাতে আমাদের নিজেদেরই সাফল্যের জন্য। তবে এ বিষয়টিকে আইনের অনুশাসনে পরিণত করা অনুচিৎ। যে কোন সামাজিক আচার-আচরণের বিষয়কে ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে গেলে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির কারণেই তা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরী হয় না। মানুষ এসব জোর-জবরদস্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে অথবা অনুশীলনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এজন্যই নারীদের ব্যাপারে তালেবানদের আমলে সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বা সমর্থনযোগ্য নয়। একটি ইসলামী সমাজে বোরকাকে যেমন নারীদের জাতীয় পোষাক বানানোর অবকাশ নেই, তেমনি যাদের স্কার্ফের পাশ দিয়ে চুল বেড়িয়ে থাকবে বা যারা মাথা ঢাকবে না তাদের দৈহিক শাস্তি দেয়া, হেস্তনেস্ত করা বা জেলে পাঠানোর অবকাশ নেই। রাসূলের সময়ে এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, পোষাকাদির বিষয়টা নিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে বা হেস্ত নেস্ত করা হয়েছে?

পোষাকের বিষয়টি ইসলামের সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনের একটি দিক – মাত্র একটি দিক। নারীদের ব্যাপারে এটাই ইসলামের একমাত্র নির্দেশনা নয়। মুসলিম নামধারীদের মধ্যেই অনেকে আছেন যারা পোষাকের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনার ব্যাপারে নাক সিঁটকান। তাদের ব্যাপারটা এমন নয় যে, তারা ইসলামের এদিকটি বিতর্কিত বলে মনে করেন, অথচ ইসলামের অবিতর্কিত বিষয়গুলো (যেমন, নামাজ, রোজা, ইত্যাদি) পালন করেন। বোরকাকে পর্দার সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা যদিও উচিৎ নয় এবং বেগম রোকেয়া বোরকা নিজে ব্যবহার করেননি (তার রচনাবলীতে বোরকা ছাড়া তার ছবি রয়েছে), তবু সাধারণভাবে পর্দা করা যে উন্নতির অন্তরায় নয়, সে সম্পর্কে বেগম রোকেয়া বলেন: "উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিয়াছে?" [রোকেয়া রচনাবলী, পৃ: ৪০]

এটা ইন্টারেস্টিং যে, পাশ্চাত্যে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং ইসলামকে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বিকাশমান ধর্মে পরিণত করেছেন, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে নারীরা এবং তারা পাশ্চাত্য সমাজে জন্ম নিয়ে ও গড়ে উঠেও, খুব সহজেই ইসলামের পোষাক-সংক্রান্ত নির্দেশনাকে শুধু মেনেই নেয় না, বরং স্বাগত

জানায়। তাদের অনেকেই হিজাব পরিধানের মধ্যে অন্যদের কাছে নিজেদের আকর্ষনীয় করে পেশ করার মানসিক চাপ অথবা অন্যদের চেয়ে অধিকতর আকর্ষনীয় হবার প্রতিযোগীতামূলক প্রবণতা থেকে নতুন এক মুক্তির আস্বাদ পান বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে যারা মুসলিম নারী বলতেই তাদের পোষাকাদি ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, তাদেরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক ধরণের খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। ইসলাম পোষাক ও সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাপারে যেমন নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি বলেছে: "*জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ* " [সুনান ইবনে মাজা/#২২৩] যারা পোষাকের ব্যাপারটা নিয়ে অতি মাত্রায় মেতে থাকেন, তাদের মধ্যে দেখা যায় নারীদের শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে নিস্পৃহতা, এমনকি অবহেলা বা বিরোধীতা। এরকম একদিকে জোর দেয়া অথচ অন্যদিকে না দেয়া - যেখানে দুটো দিকের ওপরই ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে - নি:সন্দেহে এক ধরণের দ্বিমুখীনতার ইঙ্গিতবাহী।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন সহযোগী অধ্যাপক।]

==

Personal Homepage: http://www.globalwebpost.com/farooqm
Genocide 1971: http://www.globalwebpost.com/genocide1971
Kazi Nazrul Islam Page: http://www.nazrul.org
* http://www.globalwebpost.com/farooqm/writings/islamic/bloom.html